আদিখ্যেতা না অনায্যতা

দিলরুবা শাহানা

ভাবনায় ছিল লেখার শিরোনাম হবে 'বিলাসিতা না অনায্যতা' তখনি স্বনামধন্য গবেষক লেখক গোলাম মুরশিদের 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত চমৎকার প্রবন্ধ 'বাঙালীর আদিখ্যেতা' পড়া হল। আদিখ্যেতা শব্দটি এই লেখা তৈরিতে মনোরম উপহার। ঋণ স্বীকার করতেই হয় লেখকের কাছে।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে একটি কুকুর নিয়ে আধিখ্যেতা। টিভি অনুষ্ঠানে ভাগ্যবান কুকুরটিকে দেখানো হচ্ছিল। পায়ের হাড়ে ক্যান্সার হয়েছিল আদরের কুকুরটির। পা কেটে ফেলতে হবে ওর। মালিক কুকুরের দুঃখে কাতর। কুকুরের পা রক্ষার জন্য চিকিৎসকেরা বসে গভীর চিন্তা ভাবনা করলেন। একটি উপায় বের হল। তা হল যদি অন্য কোন কুকুরের পা পাওয়া যায় তবে অপারেশন করে রোগাক্রান্ত পা ফেলে দিয়ে ঐ পা জুড়ে দেওয়া যাবে। কথা হল পা কই মিলবে। পায়ের সন্ধানও জুটলো। এক মৃত্যুপীড়িত কুকুরের পা নিয়ে আদরের কুকুর বাঁচলো। তবে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন করতে অষ্ট্রেলিয়ান দশ হাজার ডলার খরচ হল। কুকুরের পা রক্ষা করতে এতো টাকা খরচকে আদিখ্যেতা বললে কম বলা হয়। একে অনায্য কাজ বলে অভিযুক্ত করবেন কেউ কেউ হয়তো।

গরীব দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া তীব্র বলে মনে হতে পারে। কথাটা ঠিক নয়, বিবেকবান মাত্রই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ঐ অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা চটক আর লাস্যে নিরাসক্ত স্নিগ্ধ রুচি ও সাবলিল ব্যক্তিত্বের ট্র্যাসি গ্রীমশ'(ইনি একজন পরিক্ষীত উচ্চ আই কিউ ধারী মানুষও বটে) বিস্ফারিত চোখে অপারেশনকারী ভ্যাটের কাছে জানতে চাইলেন এতো টাকা কুকুরের পেছনে ব্যয়ের নায্য যুক্তিটা কি? ভ্যাট বল্লেন, 'ওয়েল, একটা এন্টারটেইনমেন্ট সিষ্টেমের জন্য আট/নয় হাজার ডলার খরচ বা হলিডের জন্য দশহাজার ডলার খরচের চেয়েতো এটা ভাল।' তারপরও এই উত্তর ট্র্যাসিকে আশ্বস্থ করেনি তা তার চাউনিই বুঝিয়ে দিল। অনুন্নত দেশের কথা বাদই দিলাম। এই উন্নত দেশেও টাকার অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাল কাজ আগায় না।

অষ্ট্রেলীয় এক সময়ের স্বনামধন্যা সাতারু বর্তমানে নামকরা সব সাতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের টিভি উপস্থাপিকা নিকোল লিভিংষ্টোন(ষ্টিভেনসন)এর মা ও খালা দুজনেই ওভারিয়ান ক্যান্সারে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মা নিকোলের পদবী ষ্টিভেনসন বদলে লিভিংষ্টোন করেছেন। হয়তো মায়ের আকাঙ্খা পাথরের মত শক্তিময়ী হউক তার মেয়ে, যার ক্ষয় আছে লয় নাই। ওভারিয়ান ক্যান্সারের গবেষণার জন্য টাকা তুলতে নিকোল লিভিংষ্টোন ও আরও একজন খেলোয়ার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। এটি এমন এক ক্যান্সার যা নির্ণয় করতে করতে রোগী মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। এই রোগের উপস্থিতি এমনি গোপন যা

নির্ণয়ের প্রযুক্তি এখনও আবিস্কৃত হয়নি। নিকোল বলছিল পাঁচ বছর ধরে তার মা ডাক্তারের কাছে যাতায়াত করছিলেন জ্বরজ্বর ভাব ও সামান্য পেট ব্যথা নিয়ে। পাঁচটি বছর লেগেছিল রোগ ধরতে। ঐ খেলোয়ার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ননা করেছিলেন তার সতেরো বছরের মেয়ে পেট ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে অসংখ্যবার ডাক্তারের কাছে গেছে। কারন ধরা পড়েনি। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা রোগ নির্ণয়ে অপারগ হয়ে ভেবে বসলেন মেয়েটি মানসিক সমস্যায় আছে তাই ব্যথাটা তার কাল্পনিক। উনিশ বছর বয়সে রোগ শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো তবে তখন আর তাকে বাঁচানো গেলনা। তাদের আবেদন ছিল মানুষের কাছে গবেষনার কাজে অর্থদানের। মানুষকে রোগশোক ও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করা জরুরী না কুকুরের পা রক্ষা জরুরী? নৈতিকভাবে কোনটি প্রাধান্য পাবে কুকুরের প্রতি আদিখ্যেতা না মানুষের কষ্টের অবসান?

এবার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু আদিখ্যেতার ঘটনা বর্নিত হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যার বা যাদের প্রতি এতো আধিক্য দেখানো তাদের কাছে এর কোনই মর্যাদা নেই। খ্রীষ্টমাস এলে উপহার আদানপ্রদানের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বিলাতের রানী এলিজাবেথও উপহার সামলাতে হাঁসফাঁস বোধ করেন। তবে রানী পাঁচশ’ পাউন্ডের নীচে দামধারী সমস্ত উপহার নাকি বালমোরাল প্রাসাদের পিছনে মাটিতে গর্ত খুড়ে পুতিয়ে ফেলেন। মনে প্রশ্ন উদয় হয় কেন রানী ঐ উপহার দান করে দেন না? রানীর আবার দয়ার শরীর, যারা উপহার দিয়েছেন তারা জানতে পেলে পরে কষ্ট পান তাই দান করার চেয়ে পুতিয়ে ফেলাই শ্রেয় মনে করেন উনি।

একবার রাজপুত্র চার্লস বন্ধুদের নিয়ে শিকার থেকে ফিরে আধ সেদ্ধ ডিম ও কফি খাবেন ঠিক করলেন। ঐদিন হাইগ্রোভ প্রাসাদের রান্নাঘরে হৈহৈ কান্ড। ফুটন্ত পানিতে ডিম ছাড়া হচ্ছিল, তিন মিনিট পরই তা তুলে বিন বা আবর্জনার বালতিতে ফেলা হচ্ছিল। অসংখ্যবার পাঁচকেরা তিন মিনিটের ডিম সিদ্ধের কাজটি করছিলেন। কি জানি কখন সবান্ধব রাজপুত্র চলে আসেন। তখন তিন মিনিট সিদ্ধ করা ঠান্ডা ডিমতো তাদের দেওয়া যাবেনা। তাই রাজপুত্রের প্রতি আধিখ্যেতায় তার না আসা পর্যন্ত তিন মিনিট ডিম সিদ্ধের খেলা চলতেই থাকলো।